প্রিয় হনুমানের মৃত্যু, শ্রাদ্ধশান্তি

৮ জন ব্রাহ্মণের পুজোপাঠ, ২ হাজার মানুষের খাওয়া দাওয়া

(বাঁদিকে) চলছে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আহারপর্ব।

(ডানদিকে) চলছে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হনুমানের শ্রাদ্ধশান্তিকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার দিনভর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল হুগলির আরামবাগের রামনগরের রথতলা এলাকায়। জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় ঘুরে বেড়াত হনুমানটি। এমনকি এবাড়িতে, সেবাড়িতে ঢুকে খাওয়াদাওয়া করত। গ্রামবাসীরাও ভালোবেসে ফেলেছিলেন তাকে। একবার হনুমানের একটি দল গ্রামে ঢুকলে সে তাদের সঙ্গে পালিয়ে যায়। তখন গ্রামের মানুষের মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে হনুমানটি আবার গ্রামে ফিরে আসে। হয়তো সেও ভুলতে পারেনি ওই গ্রামের মানুষদের। কিন্তু কয়েক মাস আগে ওই হনুমানটি হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ে। গ্রামবাসীরা খবর দিয়েছিলেন বনদপ্তরে। বনদপ্তরের লোকজন গ্রামে গিয়ে হনুমানটির চিকিৎসাও করেছিলেন। কিন্তু তারপরেও বাঁচানো যায়নি হনুমানটিকে। শনিবার মৃত্যু হয় তার। এই ঘটনায় এলাকার মানুষ শোকে ভেঙে পড়ে। তাঁরা স্থির করেন ওই হনুমানটির শেষকৃত্য সম্পন্ন করে শ্রাদ্ধশান্তি করা হবে। সেই অনুযায়ী মঙ্গলবার গ্রামেতেই শ্রাদ্ধশান্তির আয়োজন করা হয়। রীতিমতো ৮জন ব্রাহ্মণ এনে পুজো পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান করা হয়। গ্রামেরই বাসিন্দা লক্ষীকান্ত মালিক ও রাম কুণ্ডু জানান, স্থানীয় শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় এই উপলক্ষ্যে এক ভান্ডারার আয়োজন করা হয়। এই ভান্ডারায় গ্রামের মানুষ ছাড়াও আশেপাশের লোকজন মিলিয়ে প্রায় ২ হাজার মানুষকে খাওয়ানো হয়। সকলের জন্য লুচি, আলুপটল, ছোলার ডাল, চাটনি ও মতিচুরের ব্যবস্থা ছিল। তাঁরা জানান, আসলে ওই হনুমানটি গ্রামের মানুষের খুব প্রিয় ছিল। এমনকি পরিবারের একজন হয়ে উঠেছিল। তাই পরিবারের সদস্যের মতোই তার শ্রাদ্ধশান্তি করা হয়েছে। এর জন্য গ্রামবাসীরা নিজেরাই নিজেদের সাধ্যমতো চাঁদা তুলে খরচ জুগিয়েছে।

পাটশিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধনে মন্ত্রী তপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ঃ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় হুগলির চুঁচুড়ায় পাট শিল্পে দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ প্রদান কেন্দ্রের শুভসূচনা হল মঙ্গলবার। এদিন বেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মসংস্থান অধিকরণ ও শ্রম সচিব অমরনাথ মল্লিক, যুগ্ম অধিকর্তা অমরকৃষ্ণ ঘোষ, হুগলি জেলা যুগ্ম অধিকর্তা স্বাতী ঘোষাল, চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার, হুগলি জেলা পরিষদের বিদায়ী সভাধিপতি সেখ মেহবুব রহমান, বিদায়ী কর্মাধ্যক্ষ আসফার হোসেনসহ রুণা খাতুন, পারভেজ রহমান এবং শ্রম দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শুভ সূচনা করে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত বলেন, এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের রাজ্যে মূলত যে বেকারের সমস্যা তাকে কমানোর লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগে এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কের মাধ্যমে নথিভুক্ত ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সী মানুষেরা এখানে প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন। আর এখানে তিন মাসের পড়াশুনা ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর সকলের চাকরির ১০০ শতাংশ নিশ্চয়তা রয়েছে। তিনি বলেন, এতে একদিকে যেমন বেকারের সংখ্যা কমবে, তেমনই অপরদিকে জুট মিলগুলিও প্রশিক্ষিত শ্রমিক পাওয়ায় সেখানেও উৎপাদন বাড়বে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুগ্ম অধিকর্তা অমরকৃষ্ণ ঘোষ বলেন, পাট শিল্পে বর্তমানে প্রায় ত্রিশ হাজারের মত কর্মসংস্থান খালি পড়ে রয়েছে। পাশাপাশি তাঁর দাবি, বর্তমানে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে সরকারের তরফে প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধে নানারকম পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। সেক্ষেত্রে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়লেও দক্ষ শ্রমিকের যে অভাব হচ্ছিল তা এই প্রশিক্ষণ শিবিরগুলির হওয়ার ফলে অনেকাংশেই কমে যাবে।

অপরদিকে হুগলি জেলা যুগ্ম অধিকর্তা স্বাতী ঘোষাল বলেন, মুখ্যমন্ত্রী এই প্রকল্পের ঘোষণা করার পর থেকেই জেলায় পাট শিল্পে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য প্রচুর আবেদন জমা পড়েছে। আপাতত দুই ব্যাচে চল্লিশ জন করে মোট আশি জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। পাশাপাশি তিনি জানান, প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রত্যেককে প্রতিদিন মাথা পিছু পড়ার সময় ১০০ টাকা করে এবং বাকি দু মাস কারখানায় হাতে কলমে কাজ শেখার সময় প্রথম মাসে ১৮০ টাকা করে ও পরের মাসে ২৫০ টাকা করে ভাতাও দেওয়া হবে।

স্কুলের রাস্তা বেহাল, অবরোধ ছাত্রছাত্রীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ প্রায় তিন বছর ধরে বেহাল দশা রাস্তার। ফলে প্রায় ২ কিমি পথ হেঁটেই স্কুলে পৌঁছাতে হয়। বার বার বলেও কোনও কাজ হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন অভিভাবক অভিভাবিকারাও। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির খানাকুল ২নং ব্লকের ধান্যগোড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোড়াদহ সুধন্যচরণ হাইস্কুলে। জানা গেছে, কয়েক বছর ধরে ঘোড়াদহ থেকে বন্দর পর্যন্ত রাস্তাটি মেরামত করা হয়নি। এরফলে বর্ষা তো দূরের কথা, বছরের অন্য সময়ে রাস্তাটি কাদায় পরিপূর্ণ থাকে। ফলে প্রায় দিনই ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং এলাকার মানুষকে জল কাদার উপর দিয়েই যাতায়াত করতে হয়। কয়েকদিন আগে এক স্কুল শিক্ষিকা রাস্তার কাদার মধ্যে পড়ে যান। এলাকার মানুষের অভিযোগ, বার বার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। এক সময় এই রাস্তা দিয়ে বাস, ছোট গাড়ি যাতায়াত করত। কিন্তু এখন পায়ে হেঁটে যাওয়াও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই শনিবার থেকে স্কুলের বেশিরভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকাই স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেন। তাঁদের বক্তব্য, এরকম বেহাল রাস্তা দিয়ে স্কুলে যাতায়াত করা সম্ভব নয়। ছাত্রছাত্রীরাও স্কুলে যেতে চাইছে না। সোমবারও শিক্ষকরা স্কুলে যাননি। মঙ্গলবার স্কুল শুরুর পর থেকেই ছাত্রছাত্রী ও গ্রামবাসীরা পথ অবরোধ করেন। এমনকি বেশ কিছু শিক্ষক শিক্ষিকা এদিন স্কুলে উপস্থিত থেকে তাঁদের অবরোধকে সমর্থন করেন। যদিও শিক্ষক ও ছাত্রদের এই অবরোধের বিরোধিতা করেন স্কুলের প্রধানশিক্ষক গোপাল নন্দী। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্কুলে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সকলেই প্রধানশিক্ষকের এই আচরণে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। প্রায় ঘন্টা তিনেক এই অবরোধ চলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান পঞ্চায়েত প্রধান দিলীপ সানকি। এরপর তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। এবিষয়ে পঞ্চায়েত প্রধান বলেন, প্রতিবছর বন্যার ফলে রাস্তাটির হাল সত্যই খারাপ। কিন্তু ওই রাস্তা মেরামতের জন্য আড়াই কোটি টাকার প্রয়োজন। বর্তমানে রাস্তাটি প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতাভুক্ত। রাস্তার টেন্ডার হলেও কোনও ঠিকাদার এই রাস্তায় কাজ করতে রাজি নন। কারণ এই এলাকায় প্রতিবছরই নদীর বাঁধ ভেঙে রাস্তাটি ভেঙে নষ্ট হয়ে যায়। তবুও তিনি বিষয়টি দেখবেন। অন্যদিকে স্কুলের প্রধানশিক্ষক গোপাল নন্দী জানান, আমরা বিষয়টি ব্লক অফিসে জানিয়েছি। বর্তমানে বৃষ্টির জন্য আরও বেহাল হয়ে পড়েছে।

বিজেপির পাকসু মোর্চার স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ বিজেপির শ্রমিক সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিত কৃষি শ্রমিক উন্নয়ন মোর্চা (পাকসু) উদ্যোগে মঙ্গলবার হুগলির তারকেশ্বর ব্লক অফিসে এক স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। এই স্মারকলিপিতে স্বাস্থ্যবিষয়ক কিছু দাবি জানানো হয়। যার মধ্যে উল্লেখ্য, চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাজার এলাকায় ২০১১ সাল থেকে বন্ধ হয়ে থাকা প্রাথমিক উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি পুনরায় খোলা, আস্তাড়া দত্তপুর অঞ্চলের দত্তপুর গ্রামের একমাত্র প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির বেহাল দশা থেকে মুক্ত দেওয়া এবং চিকিৎসকের ব্যবস্থা করা, তালপুর প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রটিতে সঠিক পরিষেবার ব্যবস্থা করা, তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালকে রাজনৈতিক দলের হাত থেকে মুক্ত করা ইত্যাদি। এদিনের কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক গণেশ চক্রবর্তী।

খানাকুলের দুজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন এক প্রৌঢ়। মৃতের নাম রতন মালিক (৫৮)। বাড়ি হুগলির খানাকুলের আটঘড়া গ্রামে। জানা গেছে, রতনবাবু বেশ কয়েক বছর ধরে ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। রোগযন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাই তিনি রবিবার বাড়িতে কীটনাশক খান। পরিবারের লোক বুঝতে পেরে তাঁকে প্রথমে খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু চিকিৎসা চলাকালীন সোমবার সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যু হয়।

অন্যদিকে মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী হলেন এক বৃদ্ধ। মৃতের নাম সুকুমার পাল(৬৩)। বাড়ি খানাকুলের বনহিজলি গ্রামে। সুকুমারবাবু বেশ কিছুদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। সোমবার সন্ধ্যায় যখন বাড়িতে কেউ ছিলেন না তখন সেই সময় ঘরের সিলিং-এ গলায় দড়ি দেন। খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

লাইফ জ্যাকেট ছাড়াই চলছে পারাপার

নিজস্ব সংবাদদাতা, তেলেনিপাড়া ঃ মাসখানেক আগেই হুগলির তেলেনিপাড়া জেটির ভয়াবহ দুর্ঘটনার বর্ষপূর্তি হয়েছে। গত বছর এই জেটি দুর্ঘটনায় প্রায় ২০জন যাত্রী জলে ডুবে মারা যায়। তারপরই রাজ্য সরকারের পরিবহন দপ্তর থেকে নদীপথে পারাপারের ক্ষেত্রে যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ জ্যাকেটের ব্যবস্থা করা হয়। এমনকি গঙ্গার পাড় বরাবর প্রতিটি ফেরিঘাটের সংস্কারের পাশাপাশি যাত্রী নিরাপত্তা দেখার জন্য প্রতিটি ফেরিঘাটে জলসাথী কর্মী নিয়োগ করা হয়। কিন্তু তাতেও যাত্রীদের হুঁশ ফেরানো যায়নি। বৃষ্টির আবহাওয়া দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও লাইফ জ্যাকেট ছাড়াই মাল নিয়ে, গাড়ি নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি নিত্যযাত্রী থেকে স্কুল, কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সকলেই গঙ্গা পারাপার করছেন। হুগলি জেলার চন্দননগর, চুঁচুড়া প্রায় প্রতিটি ফেরিঘাটেই একই চিত্র। এবিষয়ে যাত্রীদের কারুর দাবি কেউই পড়ে না। দুর্ঘটনা ঘটলে লাইফ জ্যাকেটে কিছু হবে না। আবার কারুর দাবি, ফেরিঘাট কর্তৃপক্ষের তরফে সেভাবে তাদের কিছু বলা হয়নি। অনেকে তো আবার ফেরিঘাট কর্তৃপক্ষের দাবি সরকারি নজরদারি না থাকায় যাত্রীরা কেউ লাইফ জ্যাকেট পড়ে না। এ নিয়ে যাত্রীদের বেশি বলতে গেলে ঝামেলা লেগে যাওয়ার সমস্যা থাকে। এমনকি এবিষয়ে প্রশাসনের কাছে বার বার জানিয়েও লাভ হয়নি বলেও তাঁরা জানান। এলাকার বিদ্বজনেদের দাবি, দুর্ঘটনা ঘটলে তখন একে অপরের উপর দায় চাপাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু তাতে তো আর দুর্ঘটনা আটকাবে না বা কারুর প্রাণ ফিরে আসবে না। তাই যাত্রীদের যেমন নিজেদের জীবন সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, তেমনই প্রশাসনকেও নিয়মিত নজরদারি চালাতে হবে।

আরামবাগ পৌরসভায় বর্জ্য থেকে জৈব সার ও বিদ্যুৎ তৈরির কারখানা

অভিজিৎ মুখার্জী ● আরামবাগ

হুগলির আরামবাগ পৌরসভায় তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর থেকেই অনেক উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে এবং পৌরবাসীর স্বপ্নের প্রকল্পগুলিকে বাস্তবে রূপ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ইলেকট্রিক চুল্লি, মাটির নিচে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ, ভূগর্ভস্থ ড্রেন, ফুটবল গ্রাউন্ডগুলির সৌন্দর্যায়ন ইত্যাদি। কিছুদিন আগেও দ্বারকেশ্বর নদীর পাড়ে রামকৃষ্ণ সেতু সংলগ্ন এলাকায় পাহাড়ের আকারে বর্জ্য পদার্থ পড়ে থাকতে দেখা যেত। এবার ওই সব বর্জ্য পদার্থ দিয়ে জৈব সার তৈরির নতুন প্রকল্প তৈরি করতে চলেছে আরামবাগ পৌরসভা। এই বর্জ্য দিয়ে জৈব সারের পাশাপাশি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হবে। এই প্রকল্পের ফলে একদিকে শহর দূষণমুক্ত করা যাবে এবং অন্যদিকে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হবে। ১৯টি ওয়ার্ডের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় কুড়ি হাজারেরও বেশি। জনসংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি দূষণের সৃষ্টি হচ্ছে আরামবাগ পৌর এলাকায়। সেই জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, এই পৌর এলাকায় প্রতিটি বাড়িতে দুটি করে আবর্জনা রাখার পাত্র দেওয়া হবে। একটি সবুজ বালতি আর একটি হলুদ বালতি। একটি থাকবে জৈব বর্জ্য পদার্থ, অন্যটিতে থাকবে অজৈব বর্জ্য পদার্থ। পরিবারের সদস্যরা সেই পাত্রে আলাদাভাবে আবর্জনা জমিয়ে রাখবেন। এরপর পুরসভার গাড়ি বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেগুলিকে নিয়ে আসবে । আরামবাগ শহরের পশ্চিম হরিপুর এলাকায় আরামবাগ পৌরসভা এই কারখানাটি নির্মাণ করার জন্য ২৭ বিঘা জমি কিনেছে। এই প্রকল্পে মোট ব্যয় হবে ৯ কোটি ৩৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। এ বিষয়ে আরামবাগ পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী বলেন, এই প্রকল্পটি তৈরি করার জন্য রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকার থেকে অনুমোদন পেয়ে গেছি। খুব শীঘ্রই টেন্ডার করা হবে। দ্রুত এই কারখানাটির কাজ সম্পন্ন করা হবে। এই কারখানাটি তৈরি হলে প্রায় ২০০জন মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

‘সবুজশ্রী’ প্রকল্পকে সফল করতে বিডিওর উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ রাজ্য সরকারের ‘সবুজশ্রী’ প্রকল্পের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন উদ্যোগ নিল হুগলির তারকেশ্বর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তর। প্রত্যেক শিশুর জন্মানোর পর একটি করে চারাগাছ রাজ্য সরকার থেকে দেওয়া হয়। চারাগাছ বড় হলে কুড়ি বছর পরে গাছ কেটে বিক্রির অনুমতির স্বাক্ষরসহ শিশুর নামাঙ্কিত দলিল তুলে দেওয়া হয় শিশুটির পরিবারের হাতে। শিশুটির কুড়ি বছর বয়স হলে সেই গাছ কাটার অধিকারী হবে ওই শিশুটি।

এক্ষেত্রে বনদপ্তরের অনুমতি আলাদা করে নিতে হবে না। ‘সবুজশ্রী’ প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে পঞ্চায়েতগুলিতে চারাগাছ পাঠানো হতো। বিডিও অফিস থেকে সেগুলি সদ্যজাত শিশুদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পঞ্চায়েত অফিসে এই চারাগাছগুলি নষ্ট হয়ে যায়। শিশুর পরিবারের হাতে পৌঁছায় না। তারকেশ্বর বিডিও অফিসের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয় প্রত্যেক উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে গাছগুলি পাঠানো হবে। আশাকর্মীরা সরাসরি পরিবারগুলির কাছে গিয়ে গাছগুলি তুলে দেবে।

মঙ্গলবার তারকেশ্বর ব্লকের ৪০টির অধিক উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের কুড়িটি করে চারা গাছ, একটি চটের ব্যাগ, সার ও বনদপ্তরের স্বাক্ষরিত ‘সবুজশ্রী’ কার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রতি বুধবার উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে সদ্যজাত শিশুর মা উপস্থিত হলে তাঁদের হাতে গাছগুলি তুলে দেওয়া হবে। সবুজশ্রী প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে তারকেশ্বর বিডিও অফিসের এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

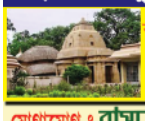

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর

ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭

নিরোগ ডায়াগনষ্টিক

আরামবাগ(কোর্ট রোড), হুগলী

●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি

Dr. Nischay R,
M.D. D.M.

প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।